৩৫২

পাক্ষিক
গনযুদ্ধ
বাংলাদেশের জনমুক্তি সংগ্রামের বিপ্লবী মুখপত্র

৭ম সংখ্যা | শুক্রবার – ৫ ই ভাদ্র ১৩৭৮ | দাম ৫ পেনি

রাশিয়ার দুইমুখী নীতি

বাংলাদেশে রাশিয়ার দুইমুখী নীতি ফাঁস হইয়া পড়িয়াছে। একদিকে তাহারা বাংলাদেশকে 'রেকগনাইজ' করিবার কথা বা স্বীকৃতি দানের কথা মাঝে মাঝে বাতাসে ছাড়িয়া দিতেছে। অন্যদিকে রাশিয়া ও ভারত দুই সরকারই বাংলাদেশে রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলিতেছে।

রাজনৈতিক সমাধান অর্থাৎ নরপিশাচ ইয়াহিয়ার বর্বরতার সামনে লেজ গুটাইয়া বসিয়া আপোষ ভিক্ষার ব্যাপারে বাংলার মানুষ সুস্পষ্ট রায় দিয়াছেন। তাঁহারা আপোষ করেন নাই, করিবেন না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও রুশ সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী চক্র বাংলা দেশের প্রতি মেকি দরদ দেখাইয়া ভুলাইয়া ভালাইয়া তাঁহাদের উপর রাজনৈতিক আপোষ চাপাইয়া দিবার ষড়যন্ত্রে মাতিয়া উঠিয়াছে। ২৫ শে মার্চের পর বাংলাদেশের অনেক তথাকথিত 'নেতা' কলিকাতা হইতে আমেরিকা পর্যন্ত যে যেখানে যত বক্তৃতা মঞ্চ পাইয়াছে সেখানে দাঁড়াইয়া বলিয়াছে যে বিদেশের সাহায্যে ২/৩ মাসের মধ্যে স্বাধীনতা আসিয়া যাইবে। অর্থাৎ বিদেশী শক্তি স্বাধীনতাকে মোয়ার মত বাংগালীর হাতে তুলিয়া দিবে। ২/৩ মাস পার হইয়া গিয়াছে। রূঢ় বাস্তব হইতেছে এই যে বাংলার মানুষ "রাজনৈতিক সমাধানের" কথাই শুধু শুনিতেছে। বাংলা দেশের সংগ্রামী মানুষ এই সব মেকী দরদীদের নগ্ন চেহারা নতুন করিয়া চিনিতেছেন মাত্র কিন্তু তাঁহারা ছলা কলায় আর ভুলিবেন না। বাংলার মানুষ আজ হাতিয়ার ধরিয়া গনযুদ্ধের পথে অগ্রসর হইয়াছেন। কম পক্ষে স্বাধীনতা না পাইলে তাঁহারা এই অস্ত্র নামাইবেন না। বিজয় যে আসিবে শুধু মাত্র দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় গনযুদ্ধের মাধ্যমে সে কথা তাঁহারা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিতেছেন। আজ আশু প্রয়োজন হইতেছে সমস্ত রাজনৈতিক দল মিলিয়া জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গঠন করিবার। মিথ্যা আশার ছলনায় স্বাধীনতা আসিবেনা।

অন্য কথাটি হইল 'রিকগনাইজ' করিবার কথা অর্থাৎ বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দেয়ার কথা। রাশিয়া ও ভারত দুই ই এই স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলিয়া অনেক নেতাকে নাচাইতেছে। গত ১০ তারিখে রাশিয়া ও ভারতের চুক্তির পর পরই এই স্বীকৃতির কথা বায়ু বেগে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আবার এই রাশিয়াই আমেরিকাকে এই মর্মে আশ্বাস দিয়াছে যে ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া বন্ধ করিবার জন্য এই চুক্তি সম্পাদিত করা হইয়াছে। এই খবর যে সমস্ত তথাকথিত নেতারা আগে পায় নাই তাহারা রাশিয়া ও ভারতের চুক্তিতে হঠাৎ আশান্বিত হইয়া চুংগা ফুকাইয়া বলিয়া বেড়াইয়া ছিল ভারতের স্বাধীনতা দিবস ১৫ ই আগষ্টে রাশিয়া ও ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করিবে। ১৫ ই আগষ্ট পার হইয়া গিয়াছে।

এই স্বীকৃতি দানের প্রশ্নে একটি কঠিন সত্যকথা মনে রাখিতে হইবে যে বাংলাদেশের মাটিতে যুদ্ধ করিয়া নরপিশাচ ইয়াহিয়ার হানাদার দস্যুদলকে ধ্বংস করিবার আগ পর্যন্ত এই সমস্ত মেকি স্বীকৃতিতে বাংলার মানুষের কিছুই আসিয়া যাইবে না। সত্যিকার স্বীকৃতি আসিতে পারে শুধুমাত্র যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিজয় মাধ্যমে। বাংলার সংগ্রামী মানুষ একদিন দেশের ভিতরে দীর্ঘপ্রক্রিয়ার যুদ্ধের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয় লাভ করিবে। তখন সব দেশ ঘরে আসিয়াই স্বীকৃতি দিয়া যাইবে। তাহাদের দুয়ারে গিয়া আমাদের ধর্না দিতে হইবে না।

রাশিয়া বাংলাদেশের ব্যাপারে এই মিথ্যা আশাবাদের সৃষ্টি করিয়া ও অন্যদিকে রাজনৈতিক সমাধান বা আপোষের কথা শিখন্ডীর মত উচ্চারন করিয়াই খান্ত হয় নাই। তাহারা ভারতের নিপীড়িত জনসাধারনের উপর সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ চাপাইয়া দিবার জন্য আসর জমাইয়া বসিবার ব্যবস্থা করিতেছে। গত ৯ তারিখে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী আঁদ্রেই গোমিকো হঠাৎ তাড়াহুড়া করিয়া ভারতে উপস্থিত হন এবং ভারতের সহিত চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির নাম হইল ''শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি''। বাংলা দেশের যুদ্ধের এই অবস্থায় এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশের না না লোকের মনে বিভিন্ন রকম আশার সৃষ্টি হইয়াছে। নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করার কষ্ট স্বীকার করিবার মত দেশ প্রেম ও সৎ-সাহস যে সব ভন্ড 'নেতা'দের নাই তাহারা বিদেশী সাহায্যে স্বাধীনতা লাভ করিবার মায়া মরিচীকার পেছনে এত দিন ঘুরিয়া নানাভিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া ইতিমধ্যেই নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহাদের চোখের সামনে আবার নতুন মরিচীকা দেখা দিয়াছে। কিন্তু ইহার ও পরিনাম নিরাশা ছাড়া কিছুই হইবে না।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অথবা পৃথিবীর যে কোন মুক্তি যুদ্ধে রাশিয়ার কাছ হইতে আশা করিবার ত কিছু নাইই বরং স্তালিনোত্তর রাশিয়া পৃথিবীর সমস্ত মুক্তি যুদ্ধ বিভিন্ন উপায়ে বিকাইয়া দিবার অপচেষ্টা চালাইয়াছে। মহান লেনিন ও স্তালিন যে দেশে পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি গঠন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভের আমল হইতে সেই দেশের অস্থি মজ্জায় ঘুন ধরিয়াছে, সৃষ্টি হইয়াছে এক নতুন ধরনের সাম্রাজ্যবাদ – সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়ান সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ।

(২ য় পাতায় দেখুন)

(১ ম পাতার পর)

রাশিয়ার দুইমুখী নীতি

মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ পরিহার করিয়া ইহারা আজ রাশিয়ায় বার্নসটাইন ও কাউটস্কির সংশোধনবাদের প্রবর্তন করিয়াছে। ইহারা একদিকে দেশের অভ্যন্তরে আর আমলের পুঁজিবাদ ও নিষ্ঠুর আমলাতন্ত্রের প্রবর্তন করিয়াছে ও অন্য দিকে প্রতিবেশী পূর্ব ইউরোপের কয়েক টি দেশের উপর উপনিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে । এই এলাকায় তাহাদের সামরিক ও অর্থনৈতিক শোষণ ক্রমাগত মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতেছে । ১৯৬৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ায় তাহাদের নগ্ন সামরিক হস্তক্ষেপও এই স্বাক্ষ্যই দেয় । সেখানে তাহারা অতি-সংশোধনবাদী দুবচেককে সরাইয়া ক্রেমলিন-অনুগত সংশোধনবাদীকে ক্ষমতায় বসাই যাছিল । চেকোস্লোভাকিয়ার জনগণ ইহাতে ৭০০০ মিলিয়ন ক্রাউন ক্ষতিগ্রস্ত হন ও সে বছর ব্যবসা বাণিজ্যের অসাধারন ক্ষতি হয় ।

আবার বহির্বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত আমেরিকার মতই ইহারা অর্থনৈতিক ও সামরিক চুক্তি করিয়া সেই দেশের কাঁচা-মাল সংগ্রহ করিয়া অস্ত্রবিক্রয় ও শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের মাধ্যমে অগাধ মুনাফা লুটিতেছে । আমেরিকার সহিত যোগসাজসে ইহারা নিজেদের প্রভাবান্বিত এলাকায় সাম্রাজ্যবাদী ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীরা একে অপরের স্বার্থ সংরক্ষণ করে । গত বৎসর নিক্সন-হীথ এক যুগ্ম বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন, রাশিয়ার দ্বারা মধ্যপ্রাচ্যে তাহাদের তৈল স্বার্থের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই । আমেরিকার সহিত যোগসাজসে এই সাম্রাজ্যবাদী শোষনের জন্য তাহারা লেনিনের শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের নতন ব্যাখ্যা দিয়াছে । যেহেতু আক্রমনাত্মক মার্কিন সামাজ্যবাদের নিকট লেজুড় গোটান সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ সব সময়েই নতি স্বীকার করে সেহেতু তাহারা "শান্তির বানীর" নামে আমেরিকার সহিত নির্লজ্জভাবে আপোষ করিতেছে । আজ যখন হিংস্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাহাদের তাঁবেদাররা ভিয়েৎনামে , প্যালেষ্টাইনে, ইন্দোনেশিয়ায় এবং সম্প্রতি বাংলাদেশে ও অন্যান্য দেশে মৃত্যুর তান্ডবলীলা চালাইয়াছে তখন রাশিয়ায় সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীরা প্রতিটি দেশে 'শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান' 'রাজনৈতিক সমাধান' 'পার্লামেন্টারী রাজনীতি' 'শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা' 'আন্তর্জাতিক সনদ" ইত্যাদি নানা রকম বুজরুকী উক্তি ও কার্য্যাবলী দ্বারা একদিকে মুক্তি সংগ্রাম বানচাল করিবার চেষ্টা করিতেছে ও অন্যদিকে দেদার মুনাফা লুটিতেছে । সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত যোগসাজস তাহাদের এত দূর গড়াইয়াছে যে আজ তাহারা সাম্রাজ্যবাদী দেশ গুলিকে এক নতুন চোখে দেখা শুরু করিয়াছে । তাহারা সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিতে নতুন তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতেছে । ১৯৬৯ এর জুনে ব্রেজনেভ সাম্রাজ্যবাদীদের গুনের যে উক্তি করিয়াছিলেন সংশোধনবাদী কাউটস্কিও সাম্রাজ্যবাদের সেই সমস্ত গুনাগনা দেখিতে পাইয়াছিল । কিন্তু কঠিন সত্য হইল এই যে সাম্রাজ্যবাদীদের হিংস্র হত্যা লীলা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে কমে নাই । শোষন হইতেছে সাম্রাজ্যবাদের প্রানশক্তি । হত্যাযজ্ঞ ছাড়া শোষন চলে না । আজ আমেরিকার বাইরে ২,০০০ এর উপর মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও আস্তানা রহিয়াছে; ১৫,০০,০০০ মার্কিন সৈন্য বাইরের দুনিয়ায় হত্যার তান্ডব চালাইয়াছে। তাহার ভিতর সাড়ে তিন লক্ষ ভিয়েতনামে গনহত্যা ও জ্বালাও পোড়াও এর কাজে ব্যবহৃত হইতেছে ।

রাশিয়া এই দানবের সহিত "শান্তিপূর্ন – সহঅবস্থান" করে ও "শান্তিপূর্ন অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা" করে এবং শোষিত জাতিকে বলে শান্তি পূর্ন উপায়ে পার্লামেন্টে ভোট দিয়া রাজনৈতিক ভাবে সমস্যার সমাধান করিতে। বাংলা দেশেও তাহাদের অনুসারীরা সেই ভোটের রাজনীতি করিয়াছিল এবং ইহার ফল আমরা নিদারুন ভাবে ভোগ করিতেছি ।

ক্রুশ্চেভের আমল হইতে রাশিয়ার বৈদেশিক নীতি শোষিত জাতিদের জন্য বহন করিয়া আনিয়াছে এক দুর্বিসহ অভিশাপ । একদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চালাইয়াছে গনহত্যা ও ধংসের বিভীষিকা অন্যদিকে তাহার দোসর রাশিয়ার সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু সাজিয়া শান্তি ও রাজনৈতিক সমাধানের বুলি দিয়া আন্দোলনের পিঠে করিতেছে ছুরিকাঘাত ।

মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত হাত মিলাইয়া কুখ্যাত জারিং মিশনের মাধ্যমে তাহারা আরবের মুক্তিযুদ্ধ বানচাল করিবার ষড়যন্ত্র করে । তাহাদেরই সংশোধনবাদী সংগ্রাম বিমুখ ও আপোষকামী নীতির ফলে আলজেরিয়ায়, কংগোয়, ইন্দোনেশিয়ায়, মালয়ে, বার্মায়, ক্যাম্বোডিয়ায় ও অন্যান্য বহু দেশে মুক্তি যোদ্ধা ও দেশ প্রেমিকদের উপর নামিয়া আসে নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ। তাহাদের ধোকাবাজীর দেউলিয়া নীতি সম্পর্কে বর্তমান পৃথিবীর মুক্তি যোদ্ধারা পূর্ন মাত্রায় সচেতন হইয়া উঠিতেছেন ।

বাংলার মুক্তি সংগ্রামীরাও রাশিয়ার মোনাফেকী সম্বন্ধে সচেতন । আজ বাংলা দেশের ব্যাপারে রাশিয়া – ভারত-চুক্তি তে যাহারা কুহকিনী আশায় ভর করিয়াছেন তাহাদেরকে বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন মুক্তি সংগ্রামের ধারার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । এই চুক্তি টি কেও বিচার করিতে হইবে সেই আলোকেই ।

এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যে সমস্ত নীতির ভিত্তি-তে তাহা হইল এই : (সোভিয়েত নিউজ পত্রিকা হইতে অনুদিত)

" বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার কাজে সাহায্য করিবার জন্য ও আন্তর্জাতিক উত্তেজনা লাঘব করিবার জন্য ও উপনিবেশবাদের অস্তিত্বের চূড়ান্ত অবসান করিবার জন্য,

শান্তি পূর্ন সহঅবস্থান এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাবস্থায় এক রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের সহযোগিতার নীতির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসে পুনরাস্থা প্রদশন করিয়া,

<u>বর্তমান দুনিয়ায় আন্তর্জাতিক সমস্যা শুধুমাত্র সহযোগিতার মাধ্যমেই সমাধান করা যাইতে পারে – যুদ্ধের মাধ্যমে নয়, এই নীতিতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নারাখিয়া,..."</u>

(নীচের দাগ 'গনযুদ্ধ' পত্রিকার । আমাদের প্রশ্ন : পৃথিবীর কোন দেশ বিনাযুদ্ধে স্বাধীন হইয়াছে ??)

বাংলাদেশে শুধু তাহারাই নয়, তাহাদের অনুসারী রাজনৈতিক দলটিও কিছুদিন আগে এই সমস্ত 'শান্তির' কথা ও ভোটের কথা বলিয়াছিল । বাংলার মানুষ এই সমস্ত শান্তিপূর্ণ উপায়ের মর্ম আজ ভালভাবেই উপলব্ধী করিয়াছেন—পৃথিবীর খুব কম জাতিই এমন মর্মান্তিক ভাবে তাহা উপলব্ধী করিয়াছে ।

এই চুক্তি তে মোট বারোটি দফা আছে । ইহার মধ্যে ৮ম ৯ম ও ১০ম দফা হইল সামরিক । ৮ম দফা হইল 'একে অপরের বিরুদ্ধে কোনও মিত্রতা করিবে না, একে অপরকে আক্রমন করিবে না ও একের সামরিক ক্ষতি হইতে পারে এইরূপ কোনও কাজ অপরের দেশে করিতে দেওয়া হইবে না ।' ৯ম দফা হইল 'কোনো তৃতীয় পক্ষ যদি এক পক্ষের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তাহা হইলে অপর পক্ষ এই তৃতীয় শক্তি কে অস্ত্র সাহায্য করিবে না । কেউ যদি এক পক্ষকে আক্রমন করে অথবা হুমকি দেয় তাহা হইলে আশংকার অবসান ঘটাইবার জন্য ও তাহাদের দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করিবার জন্য দুই পক্ষ তৎক্ষনাৎ <u>আলোচনায় বসিবে</u> ।'

সামরিক দিক দিয়া এই দফাগুলি হাস্যকর । কিন্তু ইহার পিছনে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের ক্রুর দুরভিসন্ধি রহিয়াছে । প্রথম সাতদফায় তাহা লিখিত হইয়াছে । তাহা হইল ব্যবসা বাণিজ্যের দফা ।

(৭ এর পাতায় দেখুন)

(৪ এর পাতার পর)

জাতীয় মুক্তি ও বুর্জুয়া গনতন্ত্র

আমরা যদি আমাদের আন্দোলনকে আমাদের দেশে মজলুম জনতার স্বার্থের অনুসারী না করতে পারি, তাহলে আমাদের সত্যিকারের মুক্তি কি কখন ও আসবে ? বুর্জোয়া স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয় , বুর্জোয়া স্বাধীনতা মানুষকে মানুষের মত বাচার অধিকার দিতে পারে না । আজকের দিনে বুর্জোয়া কোন জাতি গৌরবের সাথে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনা ।

এই কথাটি স্পষ্ট বোঝা যায় যদি আমরা দুটো দেশ– একটি বুর্জোয়া-গনতন্ত্রিক ও অন্যটি সমাজতান্ত্রিক–এর তুলনামূলক আলোচনা করি । এ দুটো দেশই আমাদের প্রতিবেশী । প্রথমটি ভারত ও দ্বিতীয়টি হল গনচীন । বৃটেন কে বাদ দিলে ভারত কে সব চাইতে গনতান্ত্রিক দেশ বলে প্রচার করা হয় । ১৯৪৭ সনে স্বাধীন হয়েছে ভারত । সেই থেকেই ভারতে বুর্জোয়া গনতন্ত্র বিরাজমান । ১৯৪৯ সনে স্বাধীন হয়েছে গনচীন । চীন কে স্বাধীন হতে রক্তক্ষয় করতে হয়েছে. আর ভারত স্বাধীন হয়েছে মোটামুটি শান্তিপুর্নভাবে ।

চীন ২০ বছরে সমগ্র দেশ জুড়ে নিরক্ষরতা দুর করেছে , চীনে নিরক্ষরতা নেই । আর ভারত ২৪ বছরে শতকরা ২২ – ২৫ জনকে অক্ষর জ্ঞান দান করেছে । ভারতে শতকরা ৭৪ জন নিরক্ষর । ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে কতজন কৃষকের ছেলে মেয়ে পড়াশুনো করে তা আমার জানা নেই । চীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের শত করা ৬৫ জন কৃষকের ছেলে মেয়ে ।

ভারত খাদ্য সমস্যা দুর করা থেকে এখনও অনেক দূরে। ভারত বছরে মাথাপিছু ১৪০ সের খাদ্যশষ্য উৎপাদন করে, চীন উৎপাদন করে ৩২৫ সের । চীনে প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুত সরবরাহ , টেলিফোন ব্যাবস্থা ইত্যাদি বিস্তার লাভ করেছে । অন্যদিকে ভারত মাত্র শতকরা ৪ টি গ্রামে বিদ্যুত সরবরাহ ব্যাবস্থার প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে ।

ভারতে শতকরা ৯০ জন লোকের বাসভবন টীন,খড় বা মাটিতে তৈরী । সহর ও শিল্প কেন্দ্রে মেহনতী মানুষের জীবনকাটে বস্তিতে । চীন অন্ততঃপ্রতিটি পরিবারের জন্য দু'কামরার পাকাবাড়ীর সংস্থান করেছে । উপরি বড় পরিবারের বাস স্থানের জন্য প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ নতুন বাড়ী তৈরী হচ্ছে ।

ভারতে গড়ে মাথাপিছু আয় ৫০০ ভারতীয় টাকা,চীনে মাথাপিছু আয় ১,৮৩৬ টাকা (ভারতীয়) । চীনে মাথাপিছু আয়ের ১০ ভাগ খরচ হয় খাদ্যদ্রব্যে । ভারতে শতকরা ৬০ ভাগেও সমমানের খাদ্যদব্য সংগ্রহ সম্ভব নয় ।

ভারত এখনও দেশব্যাপী বিনামূল্যে চিকিৎসা ব্যাবস্থা প্রবর্তনের চিন্তা করতে পারেনা । চিকিৎসার অভাবে ভারতে মৃত্যুর হার অবিশ্বাস্য । খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবে প্রতিবছর শুধুমাত্র শিশুই মৃত্যু বরন করে ৫০ লক্ষের ও অধিক । আর গনচীন দেশব্যাপী বিনামূল্যে চিকিৎসার প্রবর্তন করেছে বহু দিন আগেই । কলেরা, বসন্ত, আমাশা কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, কৃমিরোগ ইত্যাদি ব্যাধি চীন সমূলে উৎ – পাটন করতে সক্ষম হয়েছে ।

ভারত দেশব্যাপী বয়:বৃদ্ধদের ভাতা দিতে অক্ষম, চীন গত ২১ বছর ধরে তা দিয়ে আসছে । ভারতে কয়েক কোটি সক্ষম নাগরিক ও লক্ষাধিক কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি বেকার । চীনে বেকার নেই । ভারতে কমপক্ষে তিন ভাগের একভাগ লোক অমানুষিক জীবন যাপন করে ।

ভারতপ্রেমেকী-গনতন্ত্রের অন্তঃসার শূন্যতা প্রকাশের জন্য একটি উদাহরনই যথেষ্ট । ভারতের নুন্যতম সরকারী বেতন ৩০ টাকা আর উচ্চতম বেতন ১০,০০০ টাকা । গনচীনে নিম্নতম বেতন ১০০টাকা আর উর্ধতন বেতন ৫০০ টাকা । ইদানিং উচ্চতম বেতন ভোগীরা স্ব – ইচ্ছায় শতকরা ৩০ ভাগ বেতন কম নেয়ার সিদ্ধান্ত করেছেন ।

সমাজ জীবনের প্রত্যেকটি স্তরেই এই দুই সমাজ ব্যাবস্থার পার্থক্য ঐতিহাসিক । স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে চীনের এ উন্নতির কারন কি ? গনচীন কোথা থেকে সংগ্রহ করেছে এই দুর্বার শক্তি ? একমাত্র উত্তর হচ্ছে – সাম্যবাদ , সমাজতন্ত্র । কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই মানুষের সর্বাংগীন উন্নতি সম্ভবপর, বুর্জোয়া-স্বাধীনতা অথবা বুর্জোয়া-গনতন্ত্রের মাধ্যমে নয় ।

(৬ এর পাতার পর)

'সত্যালাপী'র প্রলাপ

প্রাক্তন বন্ধুরা আপনার পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিতেন একথা আপনি নিশ্চয় ভুলিয়া যান নাই । ওয়াও খানের বিশেষ চর ও পুলিশের সংবাদদাতা এই অভিযোগে আপনার ছাত্র সংগঠনের হল শাখা হইতে আপনাকে পরবর্তীকালে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও আপনি বলিয়া বেড়ান যে আপনি উক্ত সংগঠনের সদস্য । আপনার মনে নাই ১৯৬২ সনে ঢাকা জেলে ছাত্র রাজবন্দীদের উপর গোয়েন্দাগিরি করার জন্য আপনাকে ঢোকান হইয়াছিল । আপনি নিকটে আসিলেই ছাত্র রাজবন্দীরা সর্বপ্রকার গুরুত্বপূর্ন আলাপ বন্ধ করিয়াদিতেন, একথাও নিশ্চয়ই আপনি ভুলিয়া যান নাই ।

মোট কথা আপনার ঘৃন্য কার্য্যকলাপের জন্যই 'সত্যালাপী সাহেব আপনি আপনার রাজনৈতিক জীবনে কাহারও বিশ্বাস অর্জন করিতে পারেন নাই । আজও আপনাকে এমনকি আপনার সহকর্মীরাও সন্দেহের চক্ষে দেখেন। কারন তাহাদের অনেকেই জানেন যে বৃটিশ পাসপোর্টধারী জনৈক পশ্চিম পাকিস্তানী আপনার পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট । তাহা না হইলে ইয়াহিয়ার জানোয়ারেরা বাংলা দেশে যখন হত্যালীলা শুরু করে তখন আপনার পত্রিকায় পাক হাই কমিশন আয়োজিত পাকস্তান সলিডারিটি ফ্রন্টের বাংগালীর বিরুদ্ধে মিছিলের বিজ্ঞাপন খবরের আকারে আপনি ছাপান কেন ? এই সেদিন ও পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতিদের প্রতিষ্ঠান ' ইষ্টার্ন ফেডারেল ইউনিয়নের ব্যাবসার বিজ্ঞাপন আপনি খবরের আকারে ছাপাইয়াছেন । তাই আপনার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরাও আপনাকে পাকিস্তান হাই কমিশনের চর বলিয়া মনে করেন। আপনার রাজনৈতিক জীবনে বামপন্থীরা আপনাকে কোনদিন বিশ্বাস করে নাই, দক্ষিনপন্থীদের বিশ্বাসও কোনদিন আপনি অর্জন করিতে পারেন নাই । তাই আজ আপনার রাজনৈতিক জীবনের অন্তের যখন ঘনাইয়া আসিয়াছে, তখন আপনার মত রাজনৈতিক অনাথের সমর্থনে কেহই আগাইয়া আসিবে না ।

তাই বলি, ' সত্যালাপী ' সাহেব, আপনার প্রলাপ বন্ধ করুন । তাহা না হইলে আপনার মুখোস আরও নির্মমভাবে খুলিয়া ফেলিয়া আপনার প্রকৃত স্বরূপ প্রবাসী বাংগালীর নিকট আমাদের তুলিয়া ধরিতে হইবে । তাহাতে আপনার মরন যন্ত্রনাই আরও বৃদ্ধি পাইবে, অন্য কাহারও কোন ক্ষতিই আপনি করিতে পারিবেন না । আপনার রাজনৈতিক অপমৃত্যুর পূর্বে আত্মনির্যাতনের এই পথ আপনি বাছিয়া লইবেন কিনা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন । একথা সত্য যে আপনার রাজনৈতিক মরনযন্ত্রনা উপশমের ক্ষমতা আপনারও নাই, আমাদেরও নাই । কারন আপনার অতীতের রাজনৈতিক নীতিবিহীন উঞ্ছবৃত্তিই আপনার মরনযন্ত্রনার জন্য দায়ী । তবে প্রলাপ বকিয়া আপনার নিজের মরনযন্ত্রনা আর বৃদ্ধি করিয়া লাভ কি ? তাই আবার বলি, ' সত্যালাপী' সাহেব, আপনার প্রলাপ বন্ধ করুন।

আর্কাইভ
১৩৪২

[১৪ আগষ্ট উপলক্ষে]

জাতীয় মুক্তি ও বুর্জোয়া গনতন্ত্র

আলম

[নন্দনের বাইরে থেকে 'গনযুদ্ধের' একজন বিপ্লবী পাঠক পত্রিকার জন্য নীচের প্রবন্ধটি পাঠিয়েছেন। এই প্রবন্ধটিতে তিনি চীন এবং ভারতের উন্নতির তুলনামূলক বিচার করে স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছেন যে ভারত এবং পাকিস্তান ১৯৪৭ সালে যে বুর্জোয়া স্বাধীনতা পেয়েছিল, সে স্বাধীনতা এই দুই দেশের জনগনের সত্যিকার মুক্তি আনেনি।

স্বাধীন পাকিস্তানের মর্ম আজ বাংলার জনগন সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছেন সহস্র সহস্র বাংগালীর রক্তের বিনিময়ে। অন্যদিকে ভারতের জনগন আজ রোগ, দারিদ্র, অনাহারে নিপীড়িত — নির্যাতিত। তাঁরা আজ এক চরম অযোগ্য, দুর্নীতিপরায়ন, প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের শিকার। এই প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ৫৫ কোটি মানুষের দেশ ভারতকে করে রেখেছে দুর্বল, অসহায়, বিদেশ মুখাপেক্ষী।

ভারত পাকিস্তান যখন "স্বাধীন" হয়েছিল তার দু বছর পরে চীনে জনগনতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই ২২ বছরে চীনের জনগনের যে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে, যে সমাজ ব্যাবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা আজ পৃথিবীর সকল মুক্তিকামী মানুষের আদর্শ।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ভারতবর্ষ ছেড়ে যাওয়ার ২৪ তম বার্ষিকীতে যখন আমরা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত তখন আমাদের এই কথাটি বার বার স্মরন রাখতে হবে যে বুর্জোয়া স্বাধীনতা কখনও জনগনের সত্যিকারের মুক্তি আনতে পারে না]

আজ থেকে প্রায় ২৪ বছর আগে আমরা পাকিস্তানের পতাকাতলে তথাকথিত স্বাধীনতা লাভ করেছিলাম। আজও সকলের মনে করার কথা, কি উৎসাহই না ছিল আমাদের মনে, কি স্বপ্নই না আমরা দেখেছিলাম। সেদিন শতকরা ৯৯ জন পাকিস্তান তৈরীর পক্ষে ভোট দিয়েছিলাম। আজ তার বিপরীত — আমরা পাকিস্তান চাই না। স্বাধীন বাংলাদেশ চাই। কারন? এতদিনে আমরা বুঝেছি আমাদের আসল স্বাধীনতা লাভ হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকেরা আমাদের স্বপ্নকে হাওয়ায় মিলিয়ে দিয়েছে। ভাষা-আন্দোলনের কথা কে না জানেন? মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে তারা আমাদের উর্দু শেখাতে চেয়েছিল। তাদের সে ষড়যন্ত্রকে বানচাল করেছিলাম আমরা অনেক তাজা রক্তের বিনিময়ে। আমরা চেয়েছিলাম অর্থনৈতিক মুক্তি, মানুষের মত বাঁচতে। পরিবর্তে পেয়েছি অকথ্য নির্যাতন, ভাতের বদলে বুলেট। কিন্তু কেন? কারন স্বাধীনতা আমরা কখনই পাইনি। গুটিকয়েক সরকারী অফিসার ও ধনিক শ্রেনী ছাড়া দেশের অন্য শতকরা ৯৫ ভাগ সাধারন মানুষ দাসের জীবন কাটিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার নামে ভাঁওতাবাজী দেয়া হয়েছে আমাদেরকে। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক আমরা ছিলাম না, ছিলাম পশ্চিম পাকিস্তানী বুর্জোয়া ধনকুবের সামরিকযন্ত্রের ব্যবহার বস্তু মাত্র। আমাদের জীবনের আর এক দিক ছিল নয়া-উপনিবেশবাদের সাথে বাঁধা।

আজ তাই স্বাধীনতা চাই। স্বাধীনতা — জীবনের সত্যিকারের স্বাধীনতা — ক্ষুধার নিপীড়ন থেকে স্বাধীনতা, নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে স্বাধীনতা, — কদাচার থেকে স্বাধীনতা, দেশী-বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী মুনাফাখোর ধনবাদের নিষ্পেষন ও অত্যাচার থেকে স্বাধীনতা। স্বাধীনতা — ভিতর ও বাইরের শত্রুর কবল থেকে মুক্তির স্বাধীনতা।

তাই আমরা যদি সত্যিকারের মুক্তি চাই তাহলে আমাদের জানতে হবে মুক্তির সঠিক পথ, আমাদের জানতে হবে কে আমাদের সত্যিকারের বন্ধু, কে আমাদের সত্যিকারের শত্রু। ১৯৪৭ সালের আগে আমরা মনে করেছিলাম হিন্দুরা আমাদের শত্রু। হিন্দু জমিদার ও মহাজনরা আমাদের রক্ত চুষে খেত বলে আমরা মুসলমানের দেশ পাকিস্তান চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম মুসলমানের দেশ তৈরী হয়ে গেলেই আমরা বেঁচে যাব। কিন্তু বেঁচেছি কি? মানুষের মত বাঁচিনি। ১৯৪৭ সালে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকেরা মঞ্চের সম্মুখভাগ থেকে সরে এসেছে মাত্র, শোষনের জাল তারা এতটুকুও গুটায় নি। আমাদের দেশীয় নিষ্ঠুর শাসকেরা প্রভুভক্ত কুকুরের মত শুধু সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁবেদারী করেছে। ধর্মের বড়ি খেয়ে আমরা ঝিমিয়েছি, নেশাভাংগার উপক্রম হলেই আমাদের শাসকেরা নতুন বড়ি দিয়েছে মাত্র। অমৃত বলে বিষপান করেছিলাম আমরা।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ আমাদের ভুল ভেংগেছে। প্রকৃতপক্ষে অত্যাচার অবিচারের প্রশ্নটি হিন্দু মুসলমানের প্রশ্ন নয়। এই প্রশ্নটি হচেছ শ্রেনীর প্রশ্ন। হিন্দু ধনিকেরা হিন্দু গরীবদের উপর অত্যাচার কম করে না। মুসলমান গরীবদের উপর স্বধর্মীয় বড়লোকদের শোষন একবিন্দুও কম না। বরং হিন্দু মুসলমান ধনিক শ্রেনী একসাথে মিলে হিন্দু মুসলমান গরীব জনসাধারনকে শোষন করে। ধর্মকে শুধু অত্যাচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পাকিস্তান হওয়ার পর ক্ষমতা পেয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানী বড়লোকেরা —বুর্জোয়া ধনকুবের, বড় বড় জমিদার, সামরিক ও অসামরিক বড় বড় অফিসারেরা — যারা ধর্মের নামে সাধারন মানুষের সরলতার সুযোগে তাদেরকে ঠকিয়েছে। বস্তুতঃ তারা হচেছ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের গোলাম।

এই বুর্জোয়ারা চিরদিন শোষন করে বেঁচে থাকে। অত্যাচারী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা এদের ধর্ম। তাই আমরা যদি এ ব্যাপারে সচেতন না থাকি, তাহলে পশ্চিমা জালেমদের সরিয়েও আমরা সত্যিকারের মুক্তি পাব না। আমরা আবিস্কার করবো আরেকদল শোষককে। আমাদের আবার সংগ্রাম শুরু করতে হবে এই নতুন শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। আবার লক্ষ প্রান ধূলায় লুন্ঠিত হবে।

সত্যিকারের স্বাধীনতার জন্য আমাদের প্রতিহত করতে হবে ধনবাদের ছত্রধারী, বুর্জোয়া গনতন্ত্রের হোতা, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল পশ্চিমমুখী নেতৃবৃন্দের আত্মঘাতী ধোঁকাবাজী। মজলুম জনতার নেতৃত্বে গড়ে তুলতে হবে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। আজ প্রতিটি বাংগালীকে মজলুম জনতা হিসেবে ও মজলুম জনতার হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক চক্র, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েট সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ ও ভারত সরকারের স্বার্থান্বেষী হিন্মন্যতার বিরুদ্ধে ইস্পাত কঠিন হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে।

(৫ এর পাতায় দেখুন)

আর্কাইভস

'গণযুদ্ধ' প্রসংগে . . .

বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী কাহারা ?

সম্প্রতি কোন কোন মহল হইতে এই অভিযোগ করা হইতেছে যে ' গনযুদ্ধ ' পত্রিকার মাধ্যমে আমরা বাংগালীর মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতেছি । এই অভিযোগ যে একেবারেই মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রনোদিত সে কথা আমরা পরিস্কার ভাবে বাংগালীদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চাই । যাহারা এই অভিযোগ করিতেছে তাহাদের নিজেদের বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ হইতে বাংগালীর দৃষ্টি সরাইবার জন্যই যে এই সব অভিযোগ করিতেছে তাহা আমরা পরিস্কারভাবে দেখাইতে চাই । অতীতেও বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল হইতে এ ধরনের অভিযোগ করা হইয়াছিল । বাংলা দেশের সংগ্রামের গতিই তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে ।

দীর্ঘ প্রক্রিয়ার গণযুদ্ধের মাধ্যমেই যে আমাদের মুক্তি আসিবে সে কথা আমরা বরাবরই বলিয়াছি, আজও বলি এবং ভবিষ্যতেও বলিব, যতদিন না আমরা দেশকে শত্রু মুক্ত করিতে সক্ষম হইতেছি । 'পার্লামেন্টারী' রাজনীতি , ভোটের রাজনীতি, ময়দানে গলাবাজী অথবা ''অসহোযোগ আন্দোলন"এর কোন কিছুই বাংলা দেশের মুক্তি আনিতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতেও পারিবে না । বাংলাদেশের বিপ্লবীরা একথা বলিতেছেন অনেকদিন ধরিয়াই । দীর্ঘ প্রক্রিয়ার গণযুদ্ধের জন্য তাঁহারা প্রস্তুতিও লইতেছিলেন । বাংলাদেশের কৃষক ও শ্রমিককে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া ও সুসংগঠিত করিয়াই তাঁহারা এই প্রস্তুতি লইতেছিলেন । 'গণযুদ্ধ' পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট বিপ্লবী কর্মীরা এই পত্রিকা প্রকাশের বহুদিন পূর্ব হইতেই দীর্ঘপ্রক্রিয়ার সশস্ত্র সংগ্রামের স্বপক্ষে প্রবাসী বাংগালীদের মধ্যে এক বলিষ্ঠ চেতনা ও জনমত সৃষ্টির জন্য প্রচেষ্টা চালাইতেছিলেন ।

এখন দেখা যাউক বাংগালীকে বিভ্রান্ত করিয়াছে কাহারা, বাংগালীকে বিপথে চালিত করিয়াছে কাহারা । বাংলা দেশের বিপ্লবীরা যখন দীর্ঘ প্রক্রিয়ার সশস্ত্র সংগ্রামের রণনীতি গ্রহনের জন্য জনমত সৃষ্টি ও বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণের কাজে লিপ্ত হইয়াছেন তখন বাধা আসিয়াছে বিভিন্ন মহল হইতে । পার্লামেন্টারী মহল বলিয়াছিল যে ভোটের রাজনীতির মাধ্যমে বাংগালীর মোক্ষলাভ হইবে । যাহারা ভোটের রাজনীতির বিরোধিতা করিত তাহাদের 'প্রতিবিপ্লবী' আখ্যা দিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে লাঠি শাণিত করিয়া রাখিতে বলিয়াছিল এই মহল । বাংলার সাধারন মানুষের শত্রু পাকিস্তানের শাসকশ্রেনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নওয়া ত দূরের কথা , বাংলার মানুষকে তাহাদের আসল শত্রুর মোকাবেলা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে না বলিয়া তাহাদের বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে চালিত করিবার ন্যাক্কারজনক অপচেষ্টা চালাইয়াছিল ইহারা । বাংগালীকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল এই স্বার্থান্বেষী মহল , অন্য কেহ নহে । তাহারা বাংগালীকে শুধু বিভ্রান্ত করে নাই , গোটা বাংগালী জাতিকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখিয়া সংগ্রামের পথ হইতে বিরত রাখিয়া পাকিস্তানী শাসকশ্রেনীর সাথে দরকষাকষি করিয়া সস্তায় ক্ষমতা দখল করিবার ঘৃন্য ও কাপুরুষোচিত পরিকল্পনা করিয়াছিল । এই সুবিধাবাদী , নীতিবিহীন ও কাপুরুষোচিত পরিকল্পনার আজও যে অবসান হয় নাই তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব ।

বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ প্রানের জন্য যেমন পাষন্ড ইয়াহিয়া ও তার দস্যুদল দায়ী তেমনি দায়ী বাংলাদেশের পার্লামেন্টারী নেতৃত্বের সুবিধাবাদী নীতি । শত্রুর বিরুদ্ধে দীর্ঘ সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি না থাকার ফলে বাংলাদেশের মানুষ যে ভোট ব্যালট বাক্সের ভিতরে পুরিয়াছিলেন তাহা বুলেট হইয়া বাংলার মানুষের বুকে ফিরিয়া আসিয়াছে । বাংলাদেশের স্বার্থান্বেষী নেতৃবৃন্দের হঠকারিতার মূল্য দিয়াছে বাংলার মানুষ লক্ষ লক্ষ প্রান দিয়া । লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন লইয়া ছিনি মিনি খেলিবার এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল ।

এখন দেখিতে হয় এই স্বার্থান্বেষী মহল দীর্ঘ প্রক্রিয়ার সশস্ত্র সংগ্রামের বিরোধিতা করিয়াছিল কেন ? কারন ইহারা জানে যে এই দীর্ঘ সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়া ত দূরের কথা এমন কি অংশ গ্রহন করার ক্ষমতা ও মানসিক প্রস্তুতি কোনটাই ইহাদের নাই । তাহারা আরও জানে যে দীর্ঘ সশস্ত্র সংগ্রামে তাহাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ হাসিল হইবে না । এই সংগ্রামে জয় হইবে বাংলার সাধারন মানুষের, বাংলার কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন মধ্যবিত্তের , যেহেতু বাংলার কৃষক, শ্রমিক ব্যাপক ভাবে এই সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ গ্রহন করিলে তবেই এই সংগ্রামে আমাদের জয় হইবে ।

গত ৬ মাসে বাংলা দেশে সংগ্রামের গতি একথা বাংলা দেশের মানুষের কাছে দিনের আলোর মত পরিস্কার করিয়া দিয়াছে যে নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া দীর্ঘ সশস্ত্র সংগ্রামই মুক্তির একমাত্র পথ । আমাদের সংগ্রাম যতই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার সংগ্রামের রূপ লইতেছে ততই স্বার্থান্বেষী নেতৃবৃন্দ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িতেছে যে সংগ্রামের নেতৃত্ব তাহাদের হাতে আর থাকিবে না । যতই দিন যাইতেছে ততই তাহারা চরম রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার প্রমান দিতেছে ও পৃথিবীর প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের হাতের পুতুলে পরিনত হইতেছে । আমরা বলিয়াছি পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ আমাদের শত্রু । তাহারা সাহায্যের আশায় পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের দুয়ারে দুয়ারে ধর্না দিয়া ব্যর্থ হইয়াছে । তাহাদের ভাগ্যে শুধু জুটিয়াছে ক্ষমতার বাহিরে আছে এমন কিছু পশ্চিমা রাজনীতিকদের গালভরা বুলি । আমরা বলিয়াছি ভারত সরকার শুধুমাত্র নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করতে চায় , বাংগালীর জন্য দরদ তাহাদের মেকী , রিফিউজি সমস্যা না দেখা দিলে বড় বড় কথাও বন্ধ হইয়া যাইত । তাহারা ক্রমশ: প্রতিক্রিয়াশীল ভারত সরকারের উপর নির্ভরশীল হইয়া নিজেরা আষ্টে পৃষ্টে বাঁধা পড়িতেছে । আমরা বলিয়াছি সশস্ত্র সংগ্রামে জয় না হইলে বহির্বিশ্বে স্বীকৃতি মিলিবে না , দক্ষিন ভিয়েতনামের প্রতিনিধিরা ত স্বীকৃতির জন্য দুয়ারে দুয়ারে ধর্না দিয়া বেড়ায় না । এই সংগ্রাম-বিমুখ নেতারা স্বীকৃতির জন্য ধর্না দিয়াছে সর্বত্র কিন্তু স্বীকৃতি মেলে নাই । অথচ তাহারা বলিয়াছে "স্বীকৃতি আসন্ন —এ ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ নাই"। আমরা বলিয়াছি যে দুয়েকটি দেশের স্বীকৃতি পাইলেও কিছু লাভ হইবে না , সশস্ত্র সংগ্রামের ময়দানে জয়লাভ করিতে হইবে । তাহারা "স্বীকৃতি" "স্বীকৃতি" বলিয়া তারস্বরে চেচাইয়াছে আর আমাদের বুঝাইতে চাহিয়াছে যে স্বীকৃতি পাইলেই যেন সকল সমস্যার সমাধান হইবে । তাহাদের এই দেউলিয়া রাজনীতির আয়ু আর বেশীদিন নাই । বাহিরে তাহারা যতই লম্ফঝম্প করুক না কেন তাহারা ক্রমশ:ই বুঝিতে পারিতেছে যে তাহাদের 'সাহায্যকারী'রা মোটেই নির্ভরযোগ্য নহে । এতদসত্ত্বেও তাহারা বাংলাদেশের মানুষকে নানা রকম মিথ্যা আশা দিয়া সংগ্রামকে বিপথে চালিত করিবার চেষ্টা করিতেছে । বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে যে কাহারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতেছে এ ব্যাপারে আজ আর কোন সন্দেহ আছে কি ?

'সত্যালাপী'(?)র প্রলাপ

দুরমুশ

লন্ডনের বাংলা সাপ্তাহিক 'জনমত'এর ১৫ই আগষ্ট সংখ্যায় "সত্যালাপী" কিছু প্রলাপ বকিয়াছেন "গণযুদ্ধ" পত্রিকার বিরুদ্ধে। বাংলা দেশের সংগ্রামের ক্ষেত্রে সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দেউলিয়াপনা ক্রমশ: প্রকট হইয়া উঠিতেছে। তাহারা স্পষ্ট ভাবেই বুঝিতে পারিতেছে যে তাহাদের রাজনৈতিক আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। এমতাবস্থায় ইহাদের কিছু সংখ্যক তৃতীয় শ্রেনীর স্বনিযুক্ত পারিষদ বিলাতে প্রলাপ বকিতে শুরু করিবে ইহাতে আর আশ্চর্যের কি ? ইহাই নিয়ম। মনিব যখন আড়ম্বরে থাকে তখন যেমন মনিব অপেক্ষা পারিষদের দাপটটাই বেশী থাকে তেমনি মনিব যখন দুর্দশাগ্রস্ত হয় তখন পারিষদের নাভিশ্বাসও উঠে মনিবের আগে। "সত্যালাপী" সেই কারনেই প্রলাপ বকিতে শুরু করিয়াছেন।

"সত্যালাপী" সাহেব তাহার প্রলাপে অভিযোগ করিয়াছেন যে "গণযুদ্ধ" পত্রিকার মাধ্যমে আমরা নাকি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতেছি। এই অভিযোগ একেবারেই মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। নিজেদের বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী কার্যকলাপের প্রতি যাহাতে বাংগালীর দৃষ্টি আকর্ষন না হয় সে কারনেই সজ্ঞানে তাহারা এই ভিত্তিহীন অভিযোগ করিতেছেন এই অভিযোগের দাঁতভাংগা জবাব এ সংখ্যার অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে। মোট কথা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতেছেন "সত্যালাপী" সাহেবদের মত সুবিধাবাদী রাজনৈতিক বাদুরেরা ও তাহাদের মনিবরা। বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক প্রচারনা ছাড়াও তাহাদের পত্রিকা মারফত মিথ্যা খবর অবিরত পরিবেশন করিয়াও তাহারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতেছে। সুখের বিষয় বিলাতপ্রবাসী সাধারন বাংগালী জনমত এর খবরাখবর সহজে বিশ্বাস করেন না। পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য চটকদার মিথ্যা খবর পরিবেশন করিয়া তাহারা সাধারন মানুষের আস্থা হারাইয়াছেন। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তাহাদের পত্রিকা চালান হয় বলিয়া হাতে করিয়া পত্রিকা সাধারন মানুষের কাছে লইয়া যাইতে হয় না, তাহা না হইলে 'সত্যালাপী' সাহেবেরা বুঝিতে পারিতেন যে সাধারন মানুষ কি চক্ষে তাহা দেখিয়া থাকে।

'সত্যালাপী' সাহেব মন্তব্য করিয়াছেন আমরা নাকি অযথা মাও সেতুঙ-এর সবকের কথা বলি। মাও সেতুঙ-এর কথা আমরা বলি এই অভিযোগ সত্য, কিন্তু কেন বলি 'সত্যালাপী' সাহেব তাহাও নিশ্চয় জানেন। আমরা বলি এই কারনে যে চেয়ারম্যান মাও সেতুঙ-এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি গনচীনে জনগন-তান্ত্রিক বিপ্লব সফল করিয়া এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার শত শত কোটী মানুষের সম্মুখে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। আজ তাঁহারা সারা বিশ্বের নির্যাতিত মানুষকে আত্মনির্ভরশীল হইয়া অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে অনুপ্রেরনা জোগাইতেছেন। গনচীন আজ বিপ্লবের অজেয় দুর্গ। বাংলা দেশের মানুষের মুক্তি আনিতে হইলে গনচীনের দৃষ্টান্ত হইতে আমাদের শিক্ষা লইতে হইবে। একথা সত্য যে বিপ্লবের পূর্বেকার চীন দেশের সহিত বর্তমান বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থার কিছু কিছু তফাৎ রহিয়াছে। গনচীনের জনগন যে মূল্যবান বিপ্লবী অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন তাহাকে বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু মৌলিক বিপ্লবী রননীতি একই থাকিবে। একথা আমরা পূর্বেও বলিয়াছি আজও বলি, কোন দিন এ কথা আমরা লুকাইবার চেষ্টাও করিই নাই বরং একথা আমরা সর্বদাই বলিষ্ঠ কন্ঠে ঘোষনা করিয়াছি। বিলাত প্রবাসী বাংগালীও আমাদের সেই ভাবেই চেনেন। 'সত্যালাপী' সাহেব, আপনাদের দেউলিয়া রাজনীতি যে বাংলা দেশের মানুষের মুক্তি আনিতে পারে নাই এই সত্য আর চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া লাভ নাই। সকল বাধা বিপত্তি তুচ্ছ করিয়া আমাদের কথা যখন আমরা সাধারন মানুষের কাছে লইয়া যাইতে পারিয়াছি তখন লোকে আর বেশী দিন আপনাদের কথায় কান দিবে না। আপনি যে এই কারনেই সন্ত্রস্ত হইয়াছেন, তাহা আমরা বুঝি।

আপনি আমাদের পত্রিকার আর্থিক সাহায্য সম্পর্কে ন্যাক্কারজনক ইংগিত করিয়া বলিয়াছেন যে কোন বিদেশী দূতাবাসের মাধ্যমে আমাদের শত্রু দেশের অর্থ সাহায্যে আমাদের পত্রিকা চলে। আমাদের পত্রিকা আসলে কি ভাবে চলে এই প্রশ্নের উত্তর আপনার জানা আছে, এ ব্যাপারে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনার রুটি রুজির তাগিদে আপনাকে মিথ্যার বেসাতি করিতে হয়। আপনার পাঠকদের অবগতির জন্য বলি, "গণযুদ্ধ" পত্রিকা প্রকাশের প্রাথমিক খরচ পত্র জোগাইয়াছেন লন্ডনের এনফিল্ড-বাসী বাংগালী শ্রমিক ভাইয়েরা। তারপর প্রতিসংখ্যা বিক্রয় করিয়া পরের সংখ্যার খরচ যোগান হইতেছে। সেই জন্যই আমাদের কর্মীরা নিজেরা বাংগালী ভাইদের কাছে পৌঁছাইয়া দেন পত্রিকা। ছাপার খরচ ছাড়া পত্রিকা প্রকাশের কোন খরচ আমাদের নাই কারন আমাদের কর্মীরা সম্পূর্ন কাজ বিনা পারিশ্রমিকে করেন আপনাদের পত্রিকার মত ব্যাবসায়িকভিত্তিতে নয় বা স্বল্প পরিশ্রমে জীবিকা উপার্জনের জন্য নয়। 'সত্যালাপী' সাহেব, পত্রিকা হইতে মুনাফা লুটিয়া বাড়ী কিনিবার 'মহৎ' উদ্দেশ্য না থাকিলে পত্রিকা চালান খুব দুরূহ কাজ নয় একথা আমরা যেমন জানি আপনিও জানেন।

'সত্যালাপী সাহেব' আপনি বলিয়াছেন 'অভিজাত' ফ্লাট হইতে আমাদের পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই 'অভিজাত' ফ্লাট কতখানি 'অভিজাত' তাহা আপনি নিশ্চয়ই জানেন – জীর্ন দুইটি ঘর, ছাদ দিয়া পানি পড়ে। অন্যান্য অনেকেই এই ফ্লাট সম্পর্কে জানেন এবং সেখানে গিয়াছেনও। তাহাদের কাছে অন্ততঃ আপনি মিথ্যাবাদী, এই ধরনের ছোটখাট টেক্কা মারিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া নিজেকে আর হাসির পাত্র করিবেন না।

কথায় বলে "কাঁচের ঘরে থাকিয়া অন্যকে ঢিল মারিতে নাই" কারন অন্যে একটি ঢিল ছুড়িলেই কাচের ঘর চুরমার হইয়া যায়। 'সত্যালাপী' সাহেব, এ কথা আপনি ভুলিয়া গেলেন কি করিয়া আশ্চর্য্য হই! সজ্ঞানে আপনি এমন অর্বাচীনের মত কাজ করিতেন না। অনেককালের রাজনৈতিক উঞ্ছবৃত্তির পর আজ রাজনৈতিক অপমৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া আপনার কান্ডজ্ঞান লোপ পাইয়াছে, তাই এই প্রলাপ বকিতে শুরু করিয়াছেন। আপনার এই করুন অবস্থা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্য 'সত্যালাপী' সাহেব আপনার সম্পর্কে কিছু সত্যালাপ আমাদের করিতে হইবে।

রাজনৈতিক উঞ্ছবৃত্তি, মিথ্যার বেসাতি আর চাচাভাতিজা রাজনীতি 'সত্যালাপী' সাহেব আপনিত অনেক দিন হইতেই করেন। আপনার নিশ্চয়ই স্মরন আছে ১৯৫৭/৫৮ সালে যখন বামপন্থী আন্তর্জাতিক ছাত্র প্রতিষ্ঠানের দেয়া স্কলারশিপ লইয়া বিদেশে আসিবার লোভে বামপন্থীদের পেছনে পেছনে ঘুরিতেন। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে চাচা-ভাতিজায় দরবার করিয়াও সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার সাম্রাজ্যবাদ-এর গোলামী বৈদেশিক নীতিতে আঁচড় কাটিতে পারেন নাই। পরবর্তীকালে আপনার মুসলিম লীগ দলীয় আত্মীয় স্বজনের নিকট ধর্না দিয়াও কোন সুবিধা করিতে পারেন নাই। তাহার পরে পরেই আসিল আইয়ুবের সামরিক শাসন। পূর্ব বাংলায় আইয়ুবের সামরিক শাসন কর্তা ছিল ওমরাও খান। ছোটখাট চুন সুরকির কন্ট্রাকটরীর জন্য আপনি যখন ওমরাও খানের পেয়াদার কাজ করিয়া বেড়াইতেন তখন আপনার

(৩ এর পাতায় দেখুন)

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্মৃতি জাদুঘর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সং নং.....

মুক্তিযুদ্ধ দিকে দিকে

কুমিল্লা

কুমিল্লা শহরের সন্নিকটে মুক্তি যোদ্ধারা ডিংগি নৌকার বহরে এসে এক অতর্কিত আক্রমনে একটি থানা অধিকার করে পার্শবর্তী ৯টি স্থানে গোপন গ্রাম্য মুক্তি পরিষদ গঠন করেন এবং ৩ দিন পর তাদের ঘাটি এলাকায় ফিরে যান। গ্রামবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় তারা উক্ত এলাকায় ১৮জন বিশ্বাসঘাতক দালালকে খতম করিতে সক্ষম হন।

মুক্তি যোদ্ধাদের আক্রমনের ফলে হানাদার বাহিনী কুমিল্লার চান্দিনা শহর থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। এ ছাড়া তারা বিবির বাজারে একটি পাকিস্থানী সামরিক ঘাটি ধংস করেন।

(২ য় পাতার পর)

রাশিয়ার দুইমুখী নীতি

এবং এই ব্যবসা বাণিজ্যের সাহায্যের জন্য বিজ্ঞান সংস্কৃতি শিক্ষার বন্ধন। ভারতের জনসাধারণ শুধু মার্কিন-সাম্রাজ্যবাদের শিকারই নয়, তাঁহারা সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের শিকারেও পরিণত হইবেন। যেদেশে অনাহারে, মহামারীতে,প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হওয়াটা স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে সেই দেশের মানুষের জীর্ণ পাঁজরে নতুন শোষনের দাগ কাটিয়া দেওয়া হইতেছে।

এই চুক্তিতে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামীদের উৎফুল্ল হইয়া উঠিবার কোনও কারণ নাই। যত দিন যাইতেছে বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা ততই বুঝিতে পারিতেছেন যে বিদেশী মেকী দরদে তাঁহাদের মুক্তি আসিবে না। তাঁহাদের নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। এই যুদ্ধ বিজয় লাভ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে গণযুদ্ধের পথ। সমস্ত রাজনৈতিক দল একত্র হইয়া মুক্তি ফ্রন্ট গঠন করিয়া আজ যুদ্ধ চালাই য়া যাইতে হইবে। আজ সমস্ত ধোকাবাজীর নীতি পরিহার করিতে হইবে এবং ধীরে ধীরে বিশ্বের অন্যান্য সংগ্রামীর মানুষের মুক্তিযুদ্ধের সহিত একাত্ম হইয়া এক কাতারে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

বর্তমান যুগ বিপ্লবের যুগ। আজ বিশ্বের নিপীড়িত সমগ্রজাতি জাগিয়া উঠিতেছে। বিশ্ব বিপ্লবের মহা প্রলয়ংকরী ঝড়ের সংকেত আজ পূবের আকাশে দেখা দিয়াছে। আজ বিপ্লবী মানুষের সিংহ গর্জনে কাগুজে বাঘ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও লেজুড় গোটান সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের নাভিঃশ্বাস উঠিবার উপক্রম হইয়াছে। আজ ভিয়েৎনামে, ফিলিস্তিনে, ক্যাম্বোডিয়ায়,এংগোলায়, মোজাম্বিকে, ইন্দোনেশিয়ায় বার্মায় -এশিয়া-আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার দেশে দেশান্তরে নব জাগরিত মানুষ মুক্তি যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। এই দিগদিগন্ত বিশারী প্রবল তরংগের আঘাতে নতুন প্রাণশক্তি তে আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে নবজাগরিত নতুন পৃথিবী। আজ কাহারও সাধ্য নাই এই তরংগ রোধ করিবার।

বাংলার মানুষকেও আজ এই ধ্রুব সত্যের পথ বাছিয়া নইতে হইবে। শুধুমাত্র তাহা হইলেই বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ পরিণত হইবেএক বিশাল আগ্নেয়গিরিতে। এই আগ্নেয়গিরির প্রচন্ড লাভাস্রোতে ধংস হইয়া ভস্মীভূত হইয়া যাইবে বাংলার জালেম দুষমণ।

বাংলার সমস্ত মুক্তিকামী মানুষের দায়িত্ব আজ এই সঠিক পথ বাছিয়া নওয়ার।

সিলেট

সুনামগঞ্জ এলাকায় মুক্তি যোদ্ধারা তাঁদের তৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন। তারা বেতরী নামে একটি গ্রামে দুজন শত্রু সৈন্যকে খতম করেন এবং বেশ কয়েকজনকে জখম করেন। সুনামগঞ্জ এলাকার শত্রু বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন ও মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে সাংঘাতিক ভাবে জখম হয়। ফলে এ এলাকায় হানাদার দস্যুদের মধ্যে দারুন সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়।

মুক্তি যোদ্ধারা দক্ষিন সিলেটের কলচরা এলাকায় শত্রু সৈন্যের উপর এক জোর আক্রমনের সূচনা করেছেন। মুক্তি যোদ্ধাদের থেকে দাবী করা হয় যে তাঁরা প্রায় ৫০ জন হানাদারকে খতম করেছেন তাঁরা এই আক্রমনে একটি মেসিনগান, একটি হালকা মেসিনগান, ছ টি রাইফেল এবং ১৮০০ রাউন্ড গুলি দখল করেন।

অন্য একটি আক্রমনে মুক্তি যোদ্ধারা শমশেরনগরের একটি চা-বাগানের একটি শেড সম্পূর্ন ভাবে বিধ্বস্ত করেছেন। এই শেডটিতে পাকিস্থানী সৈন্যরা আশ্রয় নিয়েছিল।

মুক্তি যোদ্ধারা বর্তমানে শত্রুর বিমান বাহিনীর উপর আক্রমন শুরু করেছেন। সালুটিকর বিমানঘাটির চতুর্দিকের জংলা এলাকায় লুকিয়ে থেকে একটি সি-১৩০ সরবরাহ বিমানের উপর গুলি ছোড়েন। বিমানটিকে শেষ যখন দেখা গিয়েছে তখন মাটি থেকে ২০০ গজ উপরে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উড়তে দেখা যায়। পরে বিমানটির কি হয়েছে সেটা এখনও জানা যায় নি।

রংপুর

মুক্তি যোদ্ধারা নাগেশ্বরী এবং ভুরুংগামারী এলাকায় তাঁদের চোরাগোপ্তা আক্রমন অব্যাহত রাখেন। এই এলাকায় বিভিন্ন কনভয়ের উপর আক্রমন করে তারা বহু শত্রু সৈন্যকে হতাহত করেন এবং প্রচুর রসদ সামগ্রী দখল করেন। কালীগঞ্জ এলাকায় আরেকটি আক্রমনে মুক্তি যোদ্ধারা কালিগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে সাংঘাতিক ভাবে জখম করেন।

মুক্তি যোদ্ধাদের একটি গেরিলা স্কোয়াড সৈয়দপুরের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ন ভাবে বিধ্বস্ত করে দিয়েছেন। বিদ্যুৎ সরাবরাহ ব্যাবস্থার উপর মুক্তি যোদ্ধাদের সম্ভাব্য আক্রমন প্রতিহত করার জন্য শত্রু সৈন্যরা কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও গেরিলা স্কোয়াড এই এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র কে পুরাপুরি বিধ্বস্ত করতে সক্ষম হন।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্মৃতি জাদুঘর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সং নং.....

ময়মনসিংহ

যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত বিখ্যাত বাহাদুরাবাদ ফেরী ঘাটে মুক্তি যোদ্ধাদের সাথে শত্রু সৈন্যের কয়েকদিন ব্যাপী এক প্রচন্ড সংঘর্ষ চলে। এই সংঘর্ষে বহু শত্রু সৈন্য খতম এবং জখম হয়। বিশেষ করে মুক্তি যোদ্ধারা শত্রু সৈন্য বহনকারী নৌকা এবং স্টীমার ডুবিয়ে দিয়ে অনেক হানাদারকে খতম করেন।

এই এলাকায় মুক্তি যোদ্ধারা বেশ কতগুলো রেল-ইঞ্জিন এবং বগী ধ্বংস করেন। এই গাড়ীগুলোতে দুটো রেলওয়ে জেনারেটর ছিল। সেই জেনারেটর দুটোও এই আক্রমনে সম্পূর্ন ধ্বংস হয়ে যায়।

শেখ মুজিবকে হত্যা করার হীন চক্রান্ত

পাকিস্তানের বর্বর শাসক চক্র এক বিচারের প্রহসন করে শেখ মুজিবকে হত্যা করার এক হীন ষড়যন্ত্র করেছে । কোথায় কি ভাবে এই তথা কথিত বিচার হচ্ছে সে কথা এই হীন শাসকচক্র স্পষ্ট করে বলছে না । তারা বাইরের কোনও লোককে এই প্রহসনে থাকতে দিচ্ছে না । সামরিক শাসকদের কতকগুলি ভাড়াটিয়া উকীল নাকি শেখ মুজিবের পক্ষ সমর্থন করবে ।

শেখ মুজিবের রাজনীতির সাথে আমাদের যত মতানৈক্যই থাকুক না কেন আমরা বিশ্বাস করি যে শেখ মুজিব এর বিচার করার কোন অধিকার বর্বর ইয়াহিয়া চক্রের নাই । বাংলা দেশের কোন নাগরিকের কেশ স্পর্শ করার কোন অধিকার তাদের নেই ।

রুশ ভারত চুক্তির গোপন কথা ফাঁস

রাশিয়া যে ভারতের সাথে বন্ধুত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করেছে তার আসল উদ্দেশ্য ফাঁস হয়ে পড়েছে । কূটনৈতিক মহলের মতে ভারত যাতে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয় সেই উদ্দেশ্যে চাপ সৃষ্টি করার জন্য রাশিয়া ভারতের সাথে চুক্তি বদ্ধ হয়েছে ।

ভারতের জনমতের প্রবল চাপে অতিষ্ঠ হয়ে ইন্দিরা সরকার নাকি বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের কথা চিন্তা করছিল ভারত সরকার যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা চিন্তা করছে সে খবর জানানোর জন্য রাশিয়ায় ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত দুর্গাপ্রসাদ ধর আগষ্ট মাসের ২ তারিখে মস্কোতে যান । রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী গ্রোমিকো স্পষ্টভাবে তাকে বলে দেন যে ভারতকে সাবধানতার সাথে অগ্রসর হতে হবে । কিন্তু দুর্গা প্রসাদ ধরকে সাবধান করেই গ্রোমিকো নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি । তিনি স্বয়ং দিল্লীতে আসেন যাতে ভারত সরকার কোন অবস্থাতেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত না করে ।

গ্রোমিকো ভারত সরকারকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দান থেকে বিরত রাখার জন্য রাশিয়া যে কোন চাপ সৃষ্টি করবে । আর ভারত যদি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয় তবে রাশিয়া ভারতকে আরও অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য দেবে । ভারত সরকার যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন তারই পুরস্কার স্বরূপ রাশিয়া ভারতের সাথে বন্ধুত্ব চুক্তি তে আবদ্ধ হয়েছে ।

জাতিসংঘ পর্যবেক্ষকদের খতম করা হবে

বাংলা দেশের মুক্তি যোদ্ধাদের সূত্র থেকে জানা গেছে যে তারা জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকদের ইয়াহিয়ার হানাদার বাহিনীর সাহায্যকারী হিসাবে গন্য করবেন । মুক্তি যোদ্ধারা মনে করেন যে জাতিসংঘের এই 'পর্যবেক্ষক'রা ইয়াহিয়ার চর হিসাবে কাজ করার জন্য বাংলা দেশে আসছে । এদের কাছে অত্যাধুনিক বেতার যন্ত্র থাকবে এবং এই বেতার যন্ত্র গুলোকে তারা হানাদার বাহিনীর সামরিক কার্য্য কলাপকে সমন্বিত করার কাজে ব্যবহার করবে । এই জন্য মুক্তি যোদ্ধারা হানাদারদের সাহায্যকারী বাংগালীদের বিরুদ্ধে যে কঠোর শাস্তির ব্যাবস্থা করেন, জাতিসংঘের চরদের প্রতি ও সেই একই ধরনের কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যাবস্থা গ্রহন করবেন ।

প্যাকিস্তানে মার্কিন প্রতিবিপ্লবী বিশেষজ্ঞ

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে বার জন মার্কিন গেরিলা – দমন বিশেষজ্ঞ পাকিস্তানি সৈন্যদের গেরিলা যুদ্ধ দমন করার কায়দা কানুন শেখাচ্ছে । কোয়েটার কাছে কাকুলে এই ট্রেনিংএর ব্যাবস্থা করা হয়েছে ।

এই গনবিরোধী বিশেষজ্ঞ রা ভিয়েতনামের মুক্তি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে সায়গন সরকারকে সাহায্যের কাজে নিয়োজিত ছিল ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেশ কিছু দিন থেকেই পাকিস্তানীদেরকে গেরিলা যুদ্ধ প্রতিরোধ করার কায়দা কানুন শেখাচ্ছিল । তারা এ যাবত প্রায় ৫০০ পাকিস্তানী সৈন্য কে আমেরিকার ফোর্ট ব্রাগ সামরিক শিক্ষা কেন্দ্রে ট্রেনিং দিয়েছে । ফোর্ট ব্রাগ আমেরিকার 'গ্রীন বেরেট' স্পেশাল ফোর্সের ট্রেনিং কেন্দ্র ।

বর্তমানে বাংলা দেশের মুক্তি যোদ্ধাদের তৎপরতার ফলে গেরিলা যুদ্ধ বিরোধী কায়দা কানুনে শিক্ষা প্রাপ্ত সৈন্যের খুব সাংঘাতিক অভাব দেখা দিয়েছে । সেই জন্য এই সব মার্কিন বিশেষজ্ঞরা পাকিস্তানে এসে পাকিস্তানী হানাদারদের এই সব গনবিরোধী শিক্ষা দান করছে ।

ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা

আজ রাতে বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধারা ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থল রেসকোর্সের কাছে অবস্থিত বুর্জোয়া গোষ্ঠির প্রানকেন্দ্র ও হানাদার বাহিনীর অফিসারদের আড্ডাস্থল হোটেল ইন্টার – কন্টিনেন্টালের উপর আক্রমন করেন । ফলে ২০ লক্ষ টাকার অধিক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় এবং ৫ জন হানাদার সাংঘাতিকভাবে আহত হয় । এই দুঃসাহসী আক্রমন আবার প্রমান করিল যে মুক্তি যোদ্ধারা অবাধে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে কোন স্থানে তাদের গেরিলা আক্রমন অব্যাহত রাখতে সক্ষম ।

ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন যে এই অভিযানে প্রথমবারের মত মহিলা গেরিলাবৃন্দ অংশ গ্রহন করেন এবং তাঁরা বোরখার ভিতরে বিস্ফোরনদ্রব্য লুকিয়ে নিয়ে হোটেলটির উপর আক্রমন পরিচালনা করেন ।

একই রাতে মুক্তি যোদ্ধারা ঢাকা হতে ১২ মাইল দূরে নেজাম-ই-ইসলাম পার্টির সহ সভাপতি ও রাজাকার দস্যুদলের নেতা মোহাম্মদ মোস্তফাকে খতম করেন । এই দস্যুটি হানাদার দস্যুদের আয়োজিত একটি জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছিল । কিন্তু বাংলাদেশের অকুতোভয় মুক্তি যোদ্ধারা মেসিনগান নিয়ে এই সভার উপর আক্রমন চালান ।

মুক্তি যোদ্ধারা অন্য একটি দুঃসাহসী অভিযানে টিক্কাখাঁন এর বাড়ীর পিছনে একটি পেট্রোল পাম্পের উপর আক্রমন চালান । এই পেট্রোল পাম্পে যে বিস্ফোরন ঘটে তা এক মাইল দূর থেকে ঢাকা শহরের অধিবাসীরা শুনতে পান । এখানে উল্লেখযোগ্য যে টিক্কা খাঁন ভয়ে এতই অস্থির হয়ে পড়েছে যে সে তার সদর দফতর ইতিমধ্যে ক্যান্টনমেন্ট এলাকার ভিতরে সরিয়ে নিয়ে গেছে ।

PUBLISHED BY THE LEAGUE OF BENGALI MARXIST-LENINISTS
IN BRITAIN FROM 32, CLANRICARDE GARDENS, LONDON, W.2